দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 15 APR 2003

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে পরিবর্তন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দেশের প্রাচীন ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং প্রশান্ত বড়ুয়াকে সদস্য সচিব করে গঠিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র উপ-পরিষদ দীর্ঘ তিন মাস কাজ করে পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র গত মাসে কেন্দ্রীয় সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর কাছে পেশ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের কাজে তত্ত্বাবধায়ন করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। লিয়াকত সিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবু আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলাপ করে গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। আজ মঙ্গলবার টুঙ্গিপাড়ায় অনুষ্ঠেয় ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নতুন গঠনতন্ত্রের মোড়ক উন্মোচন করবেন শেখ হাসিনা। উপ-পরিষদের আহ্বায়ক আনিসুর রহমান বলেন, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে আধুনিক বাংলাদেশ এবং মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের করণীয় সম্পর্কে গাইড লাইন দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পরিবর্তিত গঠনতন্ত্রে সংগঠনের নাম বিএসএল-এর পরিবর্তে বিসিএল রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় কার্যকরী সংসদের স্থলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এবং জাতীয় পরিষদ বাতিল করে কেন্দ্রীয় কমিটি রাখা হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ হবে ২০১ সদস্যবিশিষ্ট। প্রতিটি জেলা থেকে একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হবেন। নির্বাহী সংসদের ২০১ জন সদস্যের মধ্যে সহ-সভাপতি ২১ জন, যুগ্ম সম্পাদক ৭ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ৭ জন, সম্পাদক ও উপ-সম্পাদক (সহ-সম্পাদকের নতুন নাম) ১৮ জন এবং সহ-সম্পাদক ১৫ জন এবং সদস্য ১১৩ জন থাকবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮৫ এবং জেলা কমিটি ১০১ সদস্যবিশিষ্ট হবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যালয় হবে সর্বনিম্ন ইউনিট। সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ৫১ সদস্যবিশিষ্ট করা হবে। নতুন গঠনতন্ত্রে চারটি সম্পাদক পদ বাড়ানো হয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের কার্যকাল হবে এক বছর। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে নতুন সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। অন্যথায় নির্বাহী সংসদের কার্যকারিতা লোপ পাবে।